

স্মারক নং- ০৫.৪৩.৮১.৩৪.০০০.১১.০০৪.২০-১৪৮৩

তারিখঃ ২৬ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

রাজশাহী জেলাধীন গোদাগাড়ী উপজেলার ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলাশয়সমূহের ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত বদ্ধ খাস জলাশয়সমূহ বাংলা ১৪২৭ হতে ১৪২৯ সন (৩য় পর্যায়) পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের জন্য সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও শর্তাবলী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহীর নোটিশ বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট এবং উপজেলা ভূমি অফিস, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে পাওয়া যাবে।

নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম পরিচালিত হবে

পর্যায়	আবেদন ফরম বিক্রয়ের তারিখ ও সময় (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)	আবেদন ফরম জমাদানের শেষ তারিখ, সময় ও স্থান	আবেদন বাস্তব খোলার তারিখ ও সময়
৩য় পর্যায়	১৪/০৯/২০২০ হতে ২১/০৯/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত	২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত উপজেলা ভূমি অফিস, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকা

সহকারী কমিশনার (ভূমি)

ও

সদস্য-সচিব

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

গোদাগাড়ী, রাজশাহী

স্মারক নং- ০৫.৪৩.৮১.৩৪.০০০.১১.০০৪.২০-১৪৮৩ (৫০)

তারিখঃ ২৬ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

- ০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-১ ও উপদেষ্টা-১, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
- ০২। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
- ০৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) / (রাজস্ব) / (শিক্ষা ও আইসিটি), রাজশাহী
- ০৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ও উপদেষ্টা-২, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

অনুলিপি অবগতি ও ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল), রাজশাহী
- ০৬। মেয়র, পৌরসভা, রাজশাহী
- ০৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), (সকল), রাজশাহী
- ০৮। উপজেলা অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। তাঁকে খাস পুকুর ইজারা বিজ্ঞপ্তি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৯। সাব-রেজিস্ট্রার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
- ১০। চেয়ারম্যান, গোদাগাড়ী/মোহনপুর/পাকড়ী/রিশিকুল/গোছাম/মাটিকাটা/দেওপাড়া/বাসুদেবপুর/চর আষাড়িয়াদহ ইউপি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। তাঁকে খাস পুকুর ইজারা বিজ্ঞপ্তি তাঁর ইউনিয়নে ব্যাপক জারি অস্তে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ১১। পোস্ট মাস্টার, গোদাগাড়ী প্রধান ডাকঘর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
- ১২। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী/বড়গাছি/বাসুদেবপুর/রাজাবাড়ী/কাঁকনহাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। তাঁকে খাস পুকুর ইজারা বিজ্ঞপ্তি টোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের জন্য এবং জারীর প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ১৩। সভাপতি/সম্পাদক, সমিতি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
- ১৪। জনাব , গোদাগাড়ী, রাজশাহী
- ১৫। নোটিশ বোর্ড

সহকারী কমিশনার (ভূমি)

গোদাগাড়ী, রাজশাহী

বাংলা ১৪২৭-১৪২৯ সন (৩য় পর্যায়) মেয়াদে খাস পুকুর ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে পাশনীয় শর্তাবলী:

- ০১। তালিকায় বর্ণিত খাস পুকুরসমূহ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই ইজারা প্রদান করা হবে। আবেদনকারীকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক জলমহালের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে দরপত্র দাখিল করতে হবে। ইজারা প্রাপ্তির পর কোন ধরনের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ০২। আবেদনপত্রের নির্ধারিত অংশে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নাম, স্বাক্ষর, সীলমোহর ও মোবাইল নম্বর সুস্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। নির্ধারিত অংশে দাখিলকৃত বিডি নম্বর, তারিখ ও টাকার পরিমাণ (সংখ্যা ও কথায়) লিখতে হবে। অন্যথায় আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ০৩। প্রস্তাবিত ইজারার দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে “উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী” বরাবর উল্লেখ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে রক্ষিত টেন্ডার বাস্তবে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দাখিল করতে হবে। খামের উপর ইউনিয়নের নাম, মৌজার নাম, দাগ নং ও পরিমাণ স্পষ্ট করে লিখতে হবে।
- ০৪। দাখিলকৃত দরপত্রের নির্ধারিত স্থানে পুকুর নং, ইউনিয়নের নাম, মৌজার নাম, দাগ নং ও পরিমাণ স্পষ্ট করে লিখতে হবে। কোন লেখা কাটাকাটি/ওভার রাইটিং করা যাবে না। কাটাকাটির একান্ত প্রয়োজন হলে একটানে কেটে তাতে অনুস্বাক্ষর দিতে হবে।
- ০৫। ইজারা গ্রহীতাকে প্রস্তাবিত ইজারামূল্য (১ম ও ৩য় বছরসহ) অংকে ও কথায় দরপত্রে উল্লেখ করতে হবে। প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ২০% জামানত হিসেবে যে কোন তফসিলী ব্যাংকের সদ্য ইস্যুকৃত বিডি/সিডি ইজারা দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে (বিজ্ঞপ্তি ঘোষণার পূর্বের তারিখে ইস্যুকৃত বিডি/সিডি গ্রহণযোগ্য হবে না)। অন্যথায় ইজারা প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, ২০% জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।
- ০৬। প্রতি বছরের ইজারামূল্য পূর্ববর্তী বছর শেষ হওয়ার অর্থাৎ ১৫ চৈত্রের পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ০৭। ইজারায়োগ্য পুকুরের তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ও নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে রক্ষিত নোটিশ বোর্ড এবং www.godagari.rajshahi.gov.bd ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।
- ০৮। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক সর্বোচ্চ দরদাতার দর অনুমোদিত হওয়ার ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নং কোডে ইজারামূল্য, ইজারামূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর ১-১১৪১-০০৬০-০১১১ নং কোডে ও ১৫% হারে ভ্যাট ১-১১৩৩-০০২০-০৩১১ নং কোডে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতঃ চালানের মূলকপি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহীর কার্যালয়ে দাখিল করে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও নিজ খরচে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। ব্যর্থতায় জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতঃ দরপত্র বাতিল করা হবে। এছাড়া বছরের যে সময়েই জলমহালের দখল হস্তান্তর করা হোক না কেন তা চলতি বছরের (বাংলা ১৪২৭ সনের) ১লা বৈশাখ হতে কার্যকর এবং বাংলা ১৪২৭-১৪২৯ সন (৩য় পর্যায়) মেয়াদে লীজযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ০৯। পুকুরে মাছ চাষযোগ্য ৬' - ০" (ছয় ফুট) পানি রেখে অতিরিক্ত পানি ইজারা গ্রহীতার সম্মতিক্রমে সেচ কাজে ব্যবহার করতে হবে।
- ১০। ইজারাকৃত পুকুর পুনঃখননসহ অন্যান্য যে কোন সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করলে ইজারা গ্রহীতা কোন ওজর-আপত্তি করতে পারবেন না।
- ১১। ইজারা গ্রহীতা জনস্বার্থ হানিকর কোন প্রকার পানি দূষণ করতে পারবেন না।
- ১২। ইজারা গ্রহীতা খাস পুকুরের কোনরূপ শ্রেণি পরিবর্তন করতে পারবেন না। দখল বুঝের পর ইজারা গ্রহীতা পুকুরের পরিসীমা/চৌহদ্দী বজায় রাখবেন ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কেউ যাতে অনুপ্রবেশ বা বেদখল না করে তা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।
- ১৩। ইজারাকৃত জলমহালগুলো কোনক্রমেই সাবলীজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
- ১৪। মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে উপস্থিত হয়ে অথবা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক যোগ্য প্রতিনিধি প্রত্যয়ন নিয়ে সিডিউল/দরপত্র ত্রয় করতে হবে।
- ১৫। দরপত্র দাখিলকারী সমিতিতে নবায়নকৃত নিবন্ধনের প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।
- ১৬। ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থায় খাসবন্ধ পুকুরের পাড়ে কোনরূপ স্থায়ী অবকাঠামো, কুপ খনন, পায়খানা বা আবর্জনা স্তুপ করার গর্ত খনন ইত্যাদি নির্মাণ/খনন করতে পারবেন না। এছাড়া লীজকৃত পুকুরের চারপাশে রোপনকৃত কোন ধরনের গাছ কর্তন করতে পারবেন না।
- ১৭। ইজারা গ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তিনামা সম্পাদন না করলে তার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হবে এবং ঐ সমিতিতে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।
- ১৮। যে সকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ/মহামান্য আদালতের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে ঐ সকল জলমহালের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এতদব্যতীত কোন জলমহালের উপর বিজ্ঞ/মহামান্য আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকে তাহলে তা ইজারা বহির্ভূত থাকবে।
- ১৯। ইজারা গ্রহীতা চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পর কোন অবস্থাতেই মাছ চাষ/মাছ ধরতে পারবেন না।
- ২০। ইজারা গ্রহীতাকে মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলতে হবে।
- ২১। ইজারা গ্রহীতা এই চুক্তিনামার কোন শর্ত লঙ্ঘন করলে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে ইজারা বাতিল করতে পারবেন।
- ২২। কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রয়োজন হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যে কোন জলমহালের ইজারা বাতিল করতে পারবেন।
- ২৩। দরপত্রের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পাতায় আবেদনকারীকে অনুস্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।
- ২৪। কর্তৃপক্ষ ইজারার দর গ্রহণে বাধ্য নন। কাজিফত দর পাওয়া না গেলে যে কোন দরদাতার দর প্রস্তাব গ্রহণ ও বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ২৫। ইজারা কার্যক্রম “জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯” অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি)

ও সদস্য-সচিব

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

গোদাগাড়ী, রাজশাহী